দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 APR 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

043

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : সোমবার, ২১শে চৈত্র, ১৩৯৪ : ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৮৮

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সুস্থ না হলে সমাজের প্রায় সবাই উদ্বিগ্ন হন। হবারও কথা। আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা হাতে গোণা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সে ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশও প্রায়ই শিক্ষার অনুকূল থাকে না। ষাটের দশক থেকে তিন দশক ধরে এদেশের মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্রমাগত বৈরী পরিবেশের শিকার হতে দেখেছে। দেশের স্বাধীনতার পর উচ্চশিক্ষার পরিবেশ আকাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছেনি। বরং উদ্বেগ বেড়েছেই। পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেনি। কখনও ধর্মঘট, কখনও সন্ত্রাস, আবার কখনও ভিন্ন কারণেও বিশ্ববদ্যালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। পরীক্ষা পিছিয়েছে, সেশনজট প্রকট হয়েছে। দেশের উচ্চশিক্ষা সেশন জটে আটকা পড়ে গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান এরই মধ্যে কিছু আশার কথাও শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সন্তোষজনক। গত বছর 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ' গঠিত হবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে বলে তিনি জানান। দু বছর হয় একুশে ফেব্রুয়ারীকে কেন্দ্র করে কোন বিশৃংখলা হয়নি, দলীয় স্লোগান বা প্রতিকৃতি টানানোর প্রতিযোগিতায় কোনো সংঘর্ষ হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন। ভাইস চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুস্থ পরিবেশ রক্ষায় সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সুস্থ পরিবেশ সবারই কাম্য। তবু মাঝে মাঝে সেই পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হয়। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কারণের চেয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাইরের কারণই দায়ী থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়কে চলতি রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন ব্যাপার। জাতীয় স্বার্থ শিক্ষার কথা চিন্তা করে সব মহল সংযত আচরণ করবেন এটুকুই আশা করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান সমস্যা সেশন জট ও সিট সমস্যা। এই দুটি বিষয়ে সমস্যার সমাধান না হলেও উচ্চশিক্ষার পরিবেশকে সুস্থ বলা যবে না। যে কারণেই সেশন জট পাকিয়ে উঠুক না কেন এ গ্রন্থি মোচনের উদ্যোগ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই নেয়া উচিত। ভর্তি সমস্যা সমাধানের জন্যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা বলেছেন ভিসি। এ ব্যাপারেও অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।